وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

যিকির ও ইতেকাফের গুরুত্ব

নির্দেশনায় ঃ

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ)

সংকলনে ঃ

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ)
এর সুযোগ্য খলীফা
হযরত মাওলানা সুফি ইকবাল সাহেব মাদানী (দা. বা.)

অনুবাদ ঃ

মাওলানা শাব্বীর আহমাদ জুনাইদ

সম্পাদনা ঃ

হযরত মাওলানা মুফতী ইমরান বিন ইলিয়াস সাহেব

بسم الله الرحمن الرحيم

দাওয়াত ও তাবলীগে যিকিরের গুরুত্ব

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) এর একটি পত্র। পত্রটি আলহাজ্ব হাফেজ সগীর আহমাদ সাহেবের নামে প্রেরিত। শুরুতে চিঠিটা বরকত স্বরূপ উলেখ করা হল।

মোহতারাম ভাই মোঃ সগীর আহমাদ সাহেব, বাদ সালাম মাসনুন কথা হল, আমি বর্তমানে বেশী অসুস্থ রোগ ব্যাধি সর্বদা লেগেই থাকে। আলাহ তায়ালা রোগ থেকে মুক্তিদিন। পরকথা সুফি ইক্‌বাল সাহেব রচিত যিকির ও ইতেকাফের গুরুত্বসহ উপদেশ মুলক একটি পত্র তোমার নিকট পাঠালাম। এগুলো পাকিস্তানে ছেপে প্রকাশ কর। উলেখ্য যে, ইতিপুর্বে আমার কয়েকটি পুস্তিকা ছেপেছো এবং তাতে তোমরা বন্ধুরা খুব কষ্ট পেয়েছ, আলাহ তোমাদের এর প্রতিদান দান করবেন। ইন্‌শাআলাহ্‌ উভয় জাহানের মুসিবত থেকে হিফাজাত করবেন, দোজাহানে কামিয়াবী দান করবেন। বর্তমানে যিকিরের চিন্তায় আমি পেরেশান, মন চাচেছ সব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে যিকির চালু হোক যাকিরীনদের সংখ্যা বেড়ে যাক। পরিশেষে অধম দোয়া করি, তুমি সহ আমার সমস্ত মুহিব্বীনগণ যিকিরের বরকতে ধন্য হোক।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা
যাকারিয়া সাহেব
নজীবুলার কলমে
৭ই মার্চ ১৯৮২ ইং

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আজ ১৪০১ হিজরী ১০ই রমজান, দক্ষিণ আফ্রিকার ইষ্টেনগার মসজিদে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) অধমকে (সগীর আহমাদকে) নির্দেশ করলেন যে, যিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার চাচা হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) লিখিত সংকলনগুলো একত্র কর। নির্দেশ মুতাবেক কাজ আরম্ভ করলাম। কেননা, হযরত শায়েখ আজকাল যিকির ও খানকার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ও গুরুত্ব দিতেছেন। এ প্রসংগে একটি স্বপ্নও তিনি বর্ণনা করেন।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) এর আশ্চার্য স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা

একবার স্বপ্নে প্রিয় নবীর সঙ্গে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) কে দেখলাম। হযরত গাংগুহী (রহঃ) রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, যাকারিয়ার খুব ইচছা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা ও মদীনায় থাকা। কিন্তু হে আল্লাহর রাসুলাল্লাহ, আমার মনে হয় তাঁর থেকে আরো কিছু কাজ নেয়া দরকার। প্রিয় নবী এই অভিমতে একমত হয়ে বললেন হ্যাঁ, আমার এখানে মদীনাতে তাঁর আসা ও থাকার খুব ইচছা। কিন্তু আমারও খিয়াল তাঁর থেকে আরো কিছু কাজ নেয়া হোক।

এ স্বপ্ন দেখার পর আমি (শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহঃ) খুব চিন্তিত হয়ে ভাবলাম আমিতো কোন কাজের নই, গোটা জীবন এমনিতেই কেটে গেল। এ মুহুর্তে আর আমার দ্বারা কি কাজ হওয়া সম্ভব? অন্যদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হওয়ার প্রবল ইচছা কিন্তু সেখানে কোন মুখ নিয়ে হাজির হব? কিছু দিন পর মুহতারাম চাচা হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর কথা স্বরণ হল। যখন চাচাজান হজ্ব শেষে মদীনা শরীফে অবস্থান করার চিন্তা ভাবনা করতে ছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে হিন্দুস্থানে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হল। ইরশাদ হল, হিন্দুস্থানে চলে যাও তোমার দ্বারা কাজ নেয়া হবে। চাচাজান বললেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত পেরেশান, আমার কথাবলার যোগ্যতা কম, যার কারণে আমি ওয়াজ করতে পারি না। শারীরিক ভাবে দুর্বল আমি কি কাজ করব? কিছুদিন পর হযরত মাওঃ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ) এর বড় ভাই হযরত মাওঃ সাইয়্যেদ আহমদ সাহেব আমাকে পেরেশান দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এবং ঘটনা জানার পর তিনি বললেন, তোমাকে দ্বীনের কাজ করতে বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে তোমার থেকে কাজ নেয়া হবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কাজ নিবেন। তার পর তিনি সাহসিকতার সাথে হিন্দুস্থানে এসে তাবলীগের কাজ শুরু করেন। আল্লাহর রহমতে তখন থেকে কাজ চালু হয়ে যায়।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহঃ রাসুলুল্লাহ সাল-লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ভাবতে লাগলেন যে "যাকারিয়া দ্বারা কাজ নেয়া হোক" এখানে "কাজ করতে" বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে "কাজ নেয়া হবে"। হিন্দুস্থান পাকিস্তানের অধিকাংশ খানকা বিনষ্ট ও

বিরান হতে যাচেছ। এজন্য কুতুবুল ইর্শাদ হযরত মাওঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এর স্বপ্নে বলা কাজের উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, আমার দ্বারা কাজ নেয়া হবে। কেননা যিকির-শুগুল ও খানকা যিন্দা করা গাংগুহী (রহঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও বিশেষ লক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। যখন হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) এর দৃষ্টি শক্তি চলে গিয়েছিল তখন তিনি তালীমের পরিবর্তে যিকির শুগুলের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।

এ জন্য আমার অন্তরে যিকিরের প্রেরণা জেগেছিল। মুলতঃ একারণে নিজের মা'মুলাত সহ বিভিন্ন ব্যবস্তা স্বত্ত্বেও লন্ডন, পাকিস্তান, বর্তমানে আফ্রিকা সহ যেখানে খানকা স্থাপনের নির্দেশ হয় প্রাণপনে তা স্থাপন করে থাকি আর আলাহ্র নিকট আশা রাখি যেন এই যিকিরের কাজ আলাহ্র মেহেরবানীতে চালু হয়ে যায়। আর এটাই যদি গাঙ্গুহী (রহঃ) এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে খুশির শেষ কোথায়? এর পর যেখানে হযরতের সফর হয়েছে সেখানে খানকা ও যিকিরের হালকা চালু হয়েছে।

পাকিস্থানের সফরে ফয়ছালাবাদ, করাচী, লাহোর এবং রাওল পিন্ডির সন্নিকটে "চোহড় হড়পাড়" নামীয় স্থানেও যিকিরের মজলিস চালু হয়েছে। বিভিন্ন মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষগণও যিকির চালু করেছেন। আসলে আলাহ্ তায়ালা হযরত শাইখুল হাদীস সাহেকে বহু মুখি গুণ দিয়ে ধন্য করেছেন। তাই তো তিনি বার বার আগুনের সাথে তুলা এবং লোহার সাথে কাঁচের মিলন করে দেখিয়েছেন। বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন মাশায়েখের সাথে সম্পর্ককারী মুরীদগণ, মাদ্রাসার ওলামা ও ছাত্ররা এবং অন্যান্য দ্বীনী মারকাযের জিম্মাদারগণ তাকে মুরব্বি মেনে ইল্ম ও আমলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান তার থেকে পেয়ে ধন্য হন।

ফিতন্ ফাসাদের কারণ ও তার প্রতিকার

বর্তমানে দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে ফিত্না ফাসাদ বিরাজ করছে।। উলেখ্য সেসকল ফিত্না ফাছাদ শুধু ইখ্লাস না থাকা ও আলাহ্র সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে হয়। যার একমাত্র ঔষধ হল, বেশী বেশী আলাহ্র যিকির করা। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলতেন, হাদীসে আছে যখন আলাহ্ আলাহ্ বলনেওয়ালা এক জনও বাকী থাকবে না তখন দুনিয়া ধ্বংশ হয়ে যাবে। চিন্তার বিষয় হল, যে আমলটা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অসিলা সে আমলটা সকল দ্বীনি

দেয়। তার ওসীলায় এ দাওয়াতের কাজ আগে বাড়ছে। বর্তমানে তিনি শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম। হযরত আকদাস প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত খুব স্পষ্ট ভাবে বুনিয়াদী কাজ আনজাম দিয়ে আসছেন। অন্যদিকে এই মুবারক কাজের মাধ্যমে হযরতের ফায়েজ সারা দুনিয়াতে প্রচার হচেছ যার ফলে হযরতের সন্মান আরো বেশী বৃদ্ধি হয়েছে।

সুতরাং এমতাঅবস্থায় আপনি তাবলীগের সাথে জুড়ে না থাকা হযরত শায়েখের ইচছার বিপরিত মনে হয়। আর যদি এ কাজের কোন বিরোধিতা করেন তাহলে তো আফসোসের শেষ নেয়। যেহেতু কাজ বন্ধ হওয়ায় আপনি আন্তরিক ভাবে ব্যাথিত হয়েছেন এতে আমিও ব্যাথিত হয়েছি আর এই ধরণের ব্যাথিত হৃদয়ের প্রতি আলাহর মেহেরবানী হয়ে থাকে। যাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের পরিক্ষার কারণ সমুহ বুঝে আসে। আমার ইচছা এই পরিক্ষার কারণ আপনাকে বুঝিয়ে দেয়া। আর তাবলীগের এই মোবারক কাজ শয়তানের উপর অনেক বোঝা হয়ে দাড়িয়েছে। এই কাজের ক্ষতি করার কোন প্রকার রাস্তা খুঁজে না পেয়ে, কাজের ভিতর বাহিরে কোন ক্ষতি না করতে পেরে কাজের জাহেরী শরীরকে অনেক মোটা তাজা হওয়ার সাহায্য করেছে।

তাবলীগের ছয় নাম্বারের যিকির দ্বারা কোন যিকির উদ্দেশ্য

শয়তান চোরের বেশে লুকিয়ে পিছন দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে কাজের হিফাজাতের কিলা ও রূহের উপর সুক্ষ ভাবে এমন আক্রমণ করেছে যার ফলে তাবলীগী কর্মীগণ শুধু তাবলীগী যিন্দেগী ও কাজের প্রচার প্রসারকে কাজের রূহ মনে করেছে। আর জজবার কারণে এটা বুঝে নিয়েছে যে দাওয়াতী কাজের রূহানী শক্তির জন্য সময় ব্যয় করা উচিত। যা তাবলীগের জাহেরী শরীর দাওয়াত ও মেহনতের উপর ব্যয় করা হয়। কারণ এটা তাদের দৃষ্টিতে দাওয়াতের কাজের রুহ বা আত্মা আর তাদের এই ভয়ানক ভুলের উপর পর্দা ফেলার জন্য শয়তান আসল রূহ ও কিলা যিকিরকে বাদ দিয়েছে। তবে যিকির উছুলের অন্তর্ভুক্ত থাকায় সামাজিক ভাবে তার নাম মাত্র বাকী রেখেছে আর এই দাওয়াতকে তারা যিকির বলে প্রকাশ করেছে। কিন্তু বস্তুত এই দাওয়াত নামী যিকির তাবলীগের উছুলের যিকির নয়। বরং পীর মাশায়েখের তরীকায় আলাহ নামের জবানী যিকির যা সমস্ত ইবাদত নামায, জিহাদ ইত্যাদি এবং তাবলীগের যত ধরনের চেষ্টা-মেহনত প্রচার-প্রসারের রূহ স্বরুপ। আর সমস্ত ফিতনা ফাসাদ ও দাওয়াতের কাজের সকল সমস্যা দুরকারী এবং গাইবী মদদ ও আলাহর বিশেষ মেহের বানী লাভের ওসীলা।

আমাদেরকে শয়তান যেভাবে ধোকা দিচেছ

শয়তান শুধু কাজের রূহকে দুর্বল করে ছাড়েনি বরং রূহের অস্তিত্বকেই শেষ করে দিয়েছে। সে তার এই চেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য একটি ইলমী ধোকা ও একটি ওহমী ধোকার আশ্রয় নিয়েছে। যা মুলত ভিত্তিহীন একটি ধোকা। যাতে করে যিকির একেরারে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথমে ইলমী ধোকার আলোচনা করব। পরে জবানী যিকির প্রমাণের জন্য তাবলীগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিদের বাণী উলেখ করব যেমন হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ), হযরত মাওঃ ইউসুফ (রহঃ), হযরত মাওঃ ইনামুল হসান (রহঃ) প্রমুখ মুরব্বিগণ এবং তাদের ঘটনাবলী দ্বারা জবানী যিকিরের প্রমাণ করব। তার পর এত দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যিকিরের বিরোধিতাকারীগণ অযৌক্তিক ধোকায় কিভাবে পড়েছেন তার বর্ণনা দিব। এই ওহমী ধোকা খেয়ে কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছেন তার প্রমাণ স্বরূপ কিছু দেখা অদেখা ঘটনা বর্ণনা করব।

ছয় নাম্বারে যিকিরের ক্ষেত্রে শয়তানের একটি ইলমী ধোকা

ইলমী ধোকা হল, তাবলীগের ছয় নম্বরের একটি গুর ত্ব পুর্ণ নাম্বার হল যিকির। সেহেতু যিকিরের বিরোধিতা শয়তান সরাসরি করতে সক্ষম হয় নাই। তাই ধোকা দেয়ার জন্য এবং তাবলীগীভাইদের ভুলের ভিতর ফেলার জন্য একটা এমন শব্দ ব্যবহার করেছে যা খুবই সত্য ও হাকীকত পুর্ণ, যেমন বলা হয় "কালিমাতু হাক্কিন উরীদা বিহাল বাতিল"অর্থাৎ কথা সত্য মতলব খারাপ। আর সে ধোকার শব্দটি এত সত্য যে সকল মাশায়েখ কিরাম তার সত্যতার প্রতি একমত পোষণ করেন। আর কথাটি হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর জবান থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলতেন, ইলম ও যিকিরকে আমাদের শক্ত করে ধরা দরকার। তার আগে ইল্ম ও যিকিরের বাস্তবতা ও হাকীকত ভাল ভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। যেমন যিকির বলা হয়, আলাহ থেকে কখনও গাফেল না হওয়া, তাকে সর্বদা স্বরণ করা। আর দ্বীনের জরূরী বস্তু গুলি পালন করা উত্তম যিকির। তাই সার্বিক ভাবে দ্বীনের সাহায্য ও নুসরত করা এবং দ্বীনের প্রচার প্রসারের মেহনতে লেগে থাকাও মুল্যবান যিকির। কিন্তু শর্ত হল আলাহর আদেশ নিষেধের প্রতি যত্নবান থাকতে হবে।

সুতরাং এই পবিত্র বাণীটি অতিব সত্য ও বাস্তব। যার উপর সকল ওলামা মাশায়েখ একমত। যেমন সর্বোত্তম ইবাদত নামাযের ব্যাপারে স্বয়ং কোরান পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, اقم الصلوة لذكرى অর্থঃ আপনি আমার যিকিরের জন্য নামায কায়েম করুন। এক হাদীস আছে যে, নামাযরত অবস্থায় নামাযীর থেকে আল্লাহ তার পর্দা উঠিয়ে নেন। অন্য স্থানে আছে বান্দা সিজদার হালাতে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। যার কারণে নামাজকে মিরাজুল মুমেন বলা হয়েছে। কেননা মিরাজের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অতি নিকটে পৌঁছে ছিলেন এবং কথা বার্তা ও চাওয়া পাওয়া হয়েছিল, উম্মতের জন্য নামাজের ভিতর সেই মিরাজের কিছু নির্দশন ও নমুনা রাখা হয়েছে।

সুতরাং এসব আমল গুলোতো আল্লাহর স্বরণ বা হাকিকী যিকির বলা চলে। এমনি ভাবে দ্বীনের অন্যান্য ফরয আমলসমুহ, দ্বীনের নুসরত করা ও তার মেহনতে লেগে থাকা এসব যিকিরের ভিতর শামিল। তবে যিকিরের এই বাস্তবতা বর্ণনা করতে গিয়ে বর্তমান তাবলীগী ভায়েরা উপরে উল্লেখিত সহী যিকিরের শর্তসমহ বাদ দেন এবং শর্তগুলোর আসল ব্যাখ্যা করেন না। অথচ স্বয়ং হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) শর্তগুলো বর্ণনার পর এমন ভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ, তার ভয় ভীতি ও আজাবের ধ্যান খিয়াল রাখতে হবে। এর অর্থ হল, নামাজের ভিতর যদি আল্লাহর আদেশ নিষেধ না মানা হয় ও তার আজাবের ধমকির স্বরণ না হয় তাহলে সে নামায আসল যিকির হয়না বরং শারিরীক যিকির হয়, আর দিল থাকে গাফেল।

আমি লেখক বলছি গাফেল অন্তর নিয়ে নামায পড়লে ফরজ আদায় হবে বটে কিন্তু কোরআন পাকে আল্লাহ বলেন, গাফেল অন্তর ধারী নামাজীর জন্য রয়েছে ওয়েল দোযখ। গাফেল নামাজীকে মোনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল-লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাজের ভিতর তারা আল্লাহকে খুব কম স্বরণ করে যার কারণে আল্লাহর মাঝে আর তাদের মাঝে দুরত্ব বেড়ে যায়। অন্য হাদীসে আছে এই ধরনের নামাযীর মুখে তাদের নামায পুরান নেকড়া বানিয়ে ছুড়ে মারা হয় এবং নামায তাদের জন্য বদদোয়া করতে থাকে।

তবে যদি অন্তর ইবাদতের প্রতি সচেতন ও আগ্রহী হয় অর্থাৎ যিকিরকারী ও নেক আমলকারী অন্তর হয় তাহলে তার নামাযে ইহসানের যোগ্যতা পয়দা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যানে নামায পড়ার

যোগ্যতা পয়দা হয় এবং তার নামাযে ইখলাছ, ও খুশুখুজু থাকে অর্থাৎ আলাহর উপস্থিতিতে খুব একগ্রতা ও মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় হয়। তখনই সেই নামাজ উওম যিকির বলে গন্য হয়। মোট কথা দ্বীনের ফরজ ও জরূরী ইবাদত সমুহ তখনই যিকিরের পরিনত হয় যখন অন্তর যিকিরকারী হয়ে আত্মশুদ্ধি হাছিল করে। আর তখনই তার বাহ্যিক আমলগুলো সঠিক হয়। যেহেতু জাহেরী আমল সঠিক হওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন তাইতো প্রিয় নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, যখন মানুষের অন্তর সঠিক হয় তখন তার সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গের আমল সঠিক হয়। আর অন্তর যখন খারাব হয় তখন তার আমলও খারাব হয়।

এজন্যই প্রচলিত যিকির শুগুল বা জবানী যিকিরের প্রতি বিশেষ গুরূত্ব দেয়া হয় এবং সর্বোত্তম যিকির "লা-ইলাহা ইলালাহ" বার বার উচ্চারণ করানোর প্রতি বিশেষ গুরূত্ব এই জন্য দেয়া হয় যে, তার ফজিলাত হাসিলের সাথে সাথে যেন যিকির দ্বারা তার আত্মশুদ্ধি হাসিল হয়। যার দ্বারা দ্বীনের সর্বপ্রকার জরুরী ইবাদত, তাবলীগী মেহনত এমনকি বেচাকেনা সহ লড়াই ঝগড়া সব কিছু যেন যিকিরে পরিণত হয়ে উত্তম ইবাদতের রূপ নেয়। কেননা যেসব ইবাদতে আলাহর ধ্যান খিয়াল ও আলাহর আদেশ নিষেধের কথা স্বরণ হয় এবং ঈমান ও ইহ্তেছাব বা নেকীর বিশ্বাসের সাথে নিয়ত সঠিক করে আদায় হয় তাকে এহসান বলে। এমন ইবাদতকেই প্রকৃত যিকির বলে আখ্যায়িত করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষ বলে যে উর্বর জমিনে চাষাবাদ করে পানি দিলে আর মেহনত করলে ফসল পাওয় যায়। সুতরাং ফসল পাওয়ার জন্য মানুষ জমিনের উপর মেহনতের কথা বলে থাকে। কিন্তু এই ফসল পেতে হলে জমিন প্রস্তুত করার পর বীজ নামী কিছু ফসল জমিনে ছড়িয়ে নষ্ট করতে হয় যা ছাড়া ফসল পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও মানুষ ফসল পাওয়ার জন্য চাষ বাদের নাম নেয় বিজের নাম কখন নেয় না।

যদিও এই বীজবপন করা ফসলের জন্য প্রথম শর্তের একটি। এবীজ বপন ব্যতীত সমস্ত উর্বর জমিন ও তার মেহনত বেকার হয়ে যায়। পানি দেয়া অপচয় হয়। তবে উর্বর জমিনে বিজ বপন না করে ফেলে রাখলে আগাছা জন্ম নিয়ে অরন্য জংগলে পরিনত হয়। তাকে ফসল বলা যায় না। যদি কেহ এই জংগলকে ফসল মনে করে তাহলে সে বড় ধোকার ভিতর পড়ে আছে। কারণ বড় বড় গাছ পালা সবুজ বৃক্ষ দেখে তা ফসলের ক্ষেত মনে করে বসে আছে অথচ তা ফসল নয়।

সুতরাং আলাহর আদেশ নিষেধ ও তার আজাবের ধমকির ধ্যান খিয়াল করা ছাড়া তাবলীগ সহ সর্ব প্রকার দ্বীনী মেহনত প্রকৃত যিকির হয় না। মোট কথা জবানী যিকিরকে বাদ দিয়ে মুখে মুখে শুধু যিকিরের নাম নেয়া হয়। যাতে করে জবানী যিকির থেকে মানুষ গাফেল থাকে। যার ফলে জবানী যিকির না করার কারণে বাস্তব ও হাকিকী যিকির অন্তর থেকে মুছে যায়।

এখন যিকির সম্পর্কিত কিছু মুল্যবান বাণী হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর মালফুজাত ও মাকতুবাত থেকে এবং হযরতজী মাওঃ ইউসুফ (রহঃ) এর জীবনী থেকে নেয়া হয়েছে। উলেখিত কিতাব সমুহ ছাপার পরে বিক্রি হয়ে গেলে পুনরায় হযরত শাইখুল হাদীস (রহঃ) অনেক টাকা খরচ করে আবার ছেপেছেন। আর তিনি আমাকে এই কিতাব সমুহ থেকে যিকির সম্পর্কীয় মুল্যবান বাণী সমুহকে একত্রিত করার জন্য আদেশ করেছেন ।

মেওয়াত বাসীদের উদ্দেশ্যে হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর পত্র ঃ

আমার প্রিয় দোস্ত ও আহবাবগণ! তোমাদের একেক বৎসর আলাহর রাস্তায় সময় লাগানোর সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আলাহ পাক কবুল করুন এবং আরো তৌফিক দিন। আমি তোমাদেরে কয়েকটি কথা বলতেছি।

(১) তোমরা যারা যিকির করা শুরু করেছ বা আগে থেকে করতেছ অথবা যারা পুর্বে যিকির করতে এখন তা ছেড়ে দিয়েছ। তারা আমাকে কিংবা শাইখুল হাদীস সাহেবকে জানাবে।

(২) যারা বাইয়াত ও মুরীদ হয়েছে তাদের মা'মুলাত চলছে কিনা?

(৩) প্রতিটি মারকাযে মক্তবের নেগরানী হচেছ কিনা। আর কোথায় কোথায় নুতন মক্তব মাদ্‌রাসা প্রয়োজন জানাবে।

(৪) তোমরা (তাবলীগী কর্মীরা) নিজেরা যিকির ও তালীমে মশগুল হয়েছ কিনা ? যদি নাহয়ে থাক তাহলে লজ্জিত হয়ে অচিরেই যিকির ও তালীম শুরু করে দাও।

(৫) যারা বারো তাস্‌বীহ যিকির নিয়েছে তারা নিয়মিত সে যিকির করতেছে কিনা? এবং আমার অনুমতিতে যিকির শুরু করেছে নাকি কোন যিকির কারীকে দেখে নিজ ইচছায় শুরু করেছে? তাও লিখে জানাবে।

(৬) প্রতিটি মারকাযের সার্বিক হালাত শাইখুল হাদীস সাহেবের নিকটে অথবা আমার নিকট পাঠাও।

(৭) যারা বারো তাস্‌বীহ যিকির করতেছে তারা যেন রায়পুরে একটি করে চিল্লা লাগায়। (সাহারানপুর জিলায় রায়পুর গ্রামে হযরত রায়পুরী (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ খানকা শরীফ)

হে আমার প্রিয় পাঠক বৃন্দ একটু লক্ষ করে দেখুন, হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) কোন প্রকার যিকিরের জোর তাগীদ দিতেছেন। আর তাবলীগী কর্মীদেরকে কোন ধরনের যিকির শিক্ষা করার জন্য পুর্ণ চিল্লা খানকায় কাটাতে বলেছেন। আর খানকায় কোন ধরনের যিকির করানো বা শিখানো হয়? এ চিঠির দশ নাম্বারে বলা হয়েছে। বন্ধুরা! আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে তিনটি কাজ করতে হয় যা আসল মাকছাদ (১) যিকির (২) তালীম (৩) তাবলীগ। অর্থাৎ তাবলীগের জন্য আল্লাহর রস্তায় বের হয়ে সেখানে যিকির ও তালীমের পাবন্দী করতে হবে। মিয়াজী ঈসা সাহেবকে এক দীর্ঘ চিঠির শেষের দিকে লিখেন যদি তোমরা তাবলীগের সাথে যিকিরের পাবন্দী কর তাহলে এই দাওয়াতের কাজে তোমাদের আশ্চার্য বরকত ও রহমত দেখতে পাবে।

এখন একটু চিন্তা করে দেখুন, হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর কাছে এই তাবলীগী মেহেনত ও চিল্লা দেয়া কি যিকির ছিল না? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কেন তিনি তাবলীগীদের বারো তাসবীর এই জবানী যিকিরের প্রতি এত বেশী গুরূত্ব দিবেন।

কখন তাবলীগের চেষ্টা মেহনত গোমরাহীর নতুন দরজা খুলবে?

একবার বাদ ফজর দিল্লী নিজামুদ্দীনে জলছা চলছিল হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) অসুস্থ্যতার কারণে খাদেম দ্বারা নছীহত করে পাঠালেন, যদি তোমরা যিকির ও ইল্‌মের গুরূত্ব না দাও তাহলে তোমাদের সব চেষ্টা-মেহনত বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেননা ইল্‌ম ও যিকির পাখির দুই ডানার মত, যা ছাড়া পাখি আকাশে উড়তে পারেনা। তেমনি ভাবে ইল্‌ম ও যিকির ছাড়া তাবলীগী কাজ আগে বাড়তে পারে না। বরং ইল্‌ম ও যিকির ছাড়া তাবলীগ হলে তা দ্বীনের জন্য অনেক ভয়াবহ গোমরাহী হতে পারে। এছাড়া যদি ইলম ও যিকিরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা হয় তাহলে অচিরেই এই তাবলীগী কাজ ফিতনা ফাছাদ ও গুমরাহীর নতুন দরজা খুলে দিবে। তিনি আরো বলেন যে, তাবলীগী কর্মীগণ ইলম ও

যিকির খুব গুরুত্ব সহকারে শিখবে এবং যিকিরের প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখবে। নইলে আপনাদের এই দাওয়াত ও তাবলীগি মেহনত ও সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর রাস্তার সকল কোরবানী বেকার ও মুল্যহীন হয়ে যাবে। আর অপনাদের চলা ফেরা ও তাবলীগী গাশ্ত বেকার ঘোরাফেরায় পরিনত হবে। আল্লাহ না করুন তখন আপনারা অনেক ক্ষতির ভিতর পড়ে যাবেন। (৩৯ পৃঃ মালফুজাত)

যে কারণে তাবলীগী মেহনত বেকার ও মুল্যহীন হয়ে যায়

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাবলীগের উদ্দেশ্য শুধু অন্যের নিকট দ্বীন পৌঁছে দেয়া নয়। বরং তাবলীগের দ্বারা নিজের দ্বীনী সংশোধন ও ইলমেদ্বীন অর্জন করা এবং আত্মশুদ্ধি হাসিল ,করা উদ্দেশ্য। সুতরাং তাবলীগে বের হয়ে ইল্‌ম ও যিকিরে বেশী সময় লাগাতে হবে। কেননা, ইল্‌মে দ্বীন ও যিকির ছাড়া তাবলীগের কোন মুল্য নেই। তবে এই ইল্‌ম ও যিকির যেখান সেখান থেকে হাছিল করলে চলবে না। বরং আমাদের হক্কানী ওলামা ও পীর মাশায়েখের সাথে সম্পর্ক রেখে হাসিল করতে হবে। যেমন নবীগণ ইল্‌ম ও যিকির আল্লাহ থেকে শিখেছেন। আর ছাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিখেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাগণের পুর্ণ নেগরানী ও দেখা শুনা করতেন। তেমনি ভাবে সর্বকালের লোকেরা তাদের বড়দের থেকে ইলম ও যিকির শিখেছেন। আর তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে কামেল হয়েছেন।। তাই আমরাও আজ আমাদের ওলামা ও পীর মাশায়েখের তত্ত্বাবধানে থেকে ইলমে দ্বীন ও যিকির শিখতে বাধ্য। অন্যথায় শয়তানের জালে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। (মালফুজাত ১১১ পৃঃ)

একটু চিন্তা করুন, হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) বার বার নেগরানী, তত্ত্বাবধায়ন, পথ দেখানো, বড়দের সোহবত, যিকির করা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা কি শুধু তিন তাসবীহ শিখা ইদ্দেশ্য না কি হক্কানী ওলামা ও পীর মাশায়েখের সাথে সর্ম্পক করে আত্মশুদ্ধি হাসিল করা উদ্দেশ্য ?

তাবলীগী সাথীদের জন্য করণীয়

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, নবীগণ নিস্পাপ ছিলেন। তারা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ইল্‌ম ও হিদায়েত হাসিল করতেন। আর এই ইল্‌ম ও হিদায়েতের তাবলীগ করতে যখন সাধারণ লোকের কাছে

যেতেন এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করতেন তখন তাদের কুআত্মার প্রভাব নবীগণের পবিত্র আত্মার উপর পড়ত। ফলে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী নবীগণ একাকী হয়ে যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে সে কুআত্মার প্রভাব ও ময়লা দূর করতেন।

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, আল্লাহর যিকির শয়তানের খারাবী থেকে বাচাঁর জন্য দুর্গ স্বরূপ। সুতরাং তাবলীগী কাজের জন্য যত খারাব পরিবেশে যাওয়া হবে, সেখানকার জ্বীন, শয়তান ও মানুষের খারাবী থেকে বেঁচে থাকার জন্য তত বেশী যিকির করার প্রয়োজন। (মালফুজাত) ৭৭ পৃঃ

তিনি আরো বলেন, আমি যখন মেওয়াতে যাই তখন সর্বদা ওলামা ও পীর মাশায়েখ এবং জিকিরকারী জামাতের সাথে যাই। তবুও সেখানকার সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা ও মিলা মিশা করার কারণে অন্তরের অবস্থা এমন পরিবর্তন হয়ে যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নফল ইতেকাফ দ্বারা দিলকে না ধুয়ে ফেলি অথবা সাহারানপুর বা রায়পুরের ওলামা মাশায়েখের পরিবেশ ও খানকায় গিয়ে না থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের অবস্থা ঠিক হয় না। মাঝে মধ্যে তিনি অন্যকেও বলতেন যে তাবলীগী কর্মীদের জন্য একাকী হয়ে যিকির করা বেশী প্রয়োজন। কারণ, তাদের দাওয়াতের কাজ গাশত্ ও চলা ফিরার কারণে তাদের অন্তরে যে ময়লা পড়ে তা একাকী যিকির-ফিকির ও মোরাকাবা দ্বারা পরিস্কার করে নেয় উচিত।

তাবলীগে ই'লম ও যিকির শিখার তরীকা

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) আরো বলেন, ইলম ও যিকির এখনও আমাদের তাবলীগী কর্মীদের আয়েত্বে আসে নাই, যার কারণে আমার চিন্তা হয়। ইলম ও যিকির হাছিল করার নিয়ম হল, প্রতিটি জামাতকে ওলামা ও পীর মাশায়েখের নিকট পাঠানো হোক। যাতে করে তাদের নেতৃত্বে তাবলীগী কাজও করবে এবং তাদের ছোহবতে থেকে ইলম ও যিকির শিক্ষা করে তা দ্বারা উপকৃত হবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের তাবলীগী কাজে ইল্‌ম ও যিকিরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ইলম ছাড়া আমলের পুর্নতা হয় না। এমনকি আমলের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। আর যিকির ছাড়া ইল্‌মের ভিতর নুর আসতে পারে না। আর আমাদের কাজে এসব বস্তুর অনেক কমি রয়েছে।

হযরতজী মাওঃ ইউসুফ (রহঃ) এর বাণী

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর উলেখিত বাণী সমুহের সার সংক্ষেপ তার প্রতিনিধি ও পুত্র হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) এর জবানে শুনুন। আর এসম্পর্কে তার একটি মাত্র মুল্যবান পত্র পেশ করাই যথেষ্ট মনে করছি। তিনি বলেন, ইলম ও যিকির তাবলীগী কাজের দুই বাহু স্বরূপ (কোন কোন স্থানে ঠেলা গাড়ীর দুই চাকার সাথে উদাহারণ দিতেন) তন্মধ্যে কোন একটির ত্রুটি হলে মুল কাজে ক্ষতি ও ত্রূটি পয়দা হয়। প্রতিটি নিজ স্থানে অতিব জরূরী। ইল্‌ম ও যিকিরের মারকাজ হল খানকা ও মাদ্‌রাসা, আমরা এই দুই বাহুকে শক্তিশালী করার জন্য সর্ব অবস্থায় ওলামা মাশায়েখের মুখাপেক্ষী। গুরূত্বপুর্ণ দুই বিষয়ে তারা আমাদের মুরব্বী। তাদের ভিতর ইল্‌ম ও যিকির থাকার কারণে আমাদের জন্য জরূরী হল, আমরা তাদের ছোহবতে ও সংস্পর্শে থাকব এবং তাদের খিদমত করব, তাদেরকে মুল্যায়ন করে তাদের থেকে নিজেদের সংশোধন করবো। তাদেরকে আখেরাতের নাজাতের কারণ মনে করব। এই কারণেই তাবলীগের গুরূত্বপুর্ণ উসুলের ভিতর আছে যে, ওলামা মাশায়েখের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। তাদের থেকে দোয়া ও মশওয়ারা নিতে হবে, এবং তাবলীগের বর্তমান অবস্থা তাদেরকে অবগত করাতে হবে।

যিকিরের প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমাণ অবস্থা

বর্তমান প্রচলিত এই তাবলীগের ইমামগণ ও বুযুর্গগণ দাওয়াতের কাজের উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে মিলামিশা করার কারণে, গাশ্‌ত ও চলাফেরা করার কারণে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের উন্নতির জন্য আলাহ্‌ নামের যবানী যিকির করাকে নিতান্ত জরূরী মনে করেন। আর যিকির না করাকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।

অথচ যখন জাহেরী ভাবে দাওয়াতের কাজ বেড়েছে এবং গাশ্‌ত ও চলাফেরা বেড়েছে তখন তার সাথে সাথে যিকির ও বাড়ার দরকার ছিল। কিন্তু যিকির বাড়ার পরিবর্তে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আর যিকির ছাড়াকে- জাহেরী দাওয়াতের কাজ বেশী প্রচার হওয়া কারণ বলা হচেছ এবং বলা হচেছ যে তাবলীগী কাজ হল আসল যিকির বরং যবানী যিকির থেকে তাবলীগী কাজের মুল্য বেশী। ইনফিরাদী আমল থেকে ইজতিমায়ী আমলের দাম বেশী। যিকিরকারী ছোট কুয়ায়ার মত, আর তাবলীগিরা মেঘের মত সব জাগায় বৃষ্টি বর্ষণ করে। সুতরাং তাবলীগে বের হয়ে চিলা লাগানো যথেষ্ঠ। আলাহ্‌ নামের যবানী যিকিরের কোন প্রয়োজন

নেই। ফাযায়েলের কিতাব তালীমের সময় যিকিরের অধ্যায় ছাড়া অন্য সব কিতাব থেকে পড়া হয়। কিন্তু যিকিরের অধ্যায় থেকে পড়া হয় না। আর যদি তালীমকারী মোবালিগ সাহেব কোন সময় যিকিরের অধ্যায় থেকে পড়ার ইচছা করেন তখন হঠাৎ করে আমির সাহেবের পক্ষ ধেকে আওয়াজ আসে হিকায়েতুস সাহাবা অর্থাৎ যিকিরের অধ্যায় বাদ দিয়ে হিকায়েতুস সাহাবা থেকে পড়ুন ইত্যাদি। আর কখনো পড়লেও তার মনগড়া ব্যাখ্যা শুরু হয়ে যায়। "লা-হাওলা ওলা-কুওয়াতা ইলা বিলাহিল আলিইল আজীম"।

বুজুর্গদের নিকট তাবলীগ ও খানকার মাঝে সম্পর্ক

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর মতে যিকির ও খানকার সাথে মিলে মিশে থাকার জন্য এই তাবলীগী মেহনত চালু করা হয়েছে। উপর উলে-খিত বর্ণনার দ্বারা তাবলীগের কাজে যিকির ও খানকার গুরুত্ব প্রকাশ পাওয়ার পর তাবলীগকে খানকা থেকে দূরে মনে করা আমাদের আকাবের মুরব্বী ও বুজুর্গগণের চিন্তা চিতনার পরিপন্থি। যার প্রমাণ স্বরূপ হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর একটি চিঠি যা তিনি শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহঃ কে লিখে ছিলেন তা পেশ করা হচেছ।

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) লিখেন যে, আমার এই তাবলীগ সালেকের বা মুরীদের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক শিক্ষা স্বরূপ। যা একজন মুরীদ তার পীর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে শিখে থাকে এবং যে আমলের প্রতি মুরীদের সর্বদা যত্নবান থাকতে হয়। তাই শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) এর নিয়ম ছিল যে, সাধারণ লোকদের মুরীদ করার পর প্রাথমিক আমল শিক্ষা দিয়ে তিনি বলতেন যে, বর্ণিত মামুলাত ও তাছবীহাত ইত্যাদি আমলী মশক করার জন্য কিছুদিন তাবলীগে বের হওয়া উচিত। কেননা তাবলীগে বের হলে এই আমলগুলো শিখে অভ্যাসে পরিণত করতে পারবেন।

কিন্তু আজ দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হল, একজন নিয়মিত যিকিরকারী চিলায় গেলে সে তার পীরের নিকট লিখতে বাধ্য হয় যে যিকির নিয়মিত করতে পারছি না, কি যে করব বুঝতে পারছি না। আমির সাহেব যিকির করা পছন্দ করেন না, বরং যিকির করতে নিষেধ করেন। এবং এও বলেন পীরের মুরীদ সারা জীবন যিকির করে খিলাফাত পাওয়ার পর দাওয়াতের কাজ করতে শুর করেন। আর একজন তাবলীগী সাথী প্রথম দিন থেকে সেই কাজ করতে শুর করেন। তাই পীর মুরীদির শেষ যেখানে দাওয়াত তাবলীগের শুরু সেখানে। সুতরাং এই যিকির করে কি হবে? নবীওয়ালা কাজের চাবি কাঠি আমাদের হাতে।

তাবলীগের ব্যাপারে হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর ভয়

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর একদিন হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) কে বললেন, দাওয়াতের কাজের ব্যাপকতা দেখে আমার ভয় হচেছ, আলাহর পক্ষ থেকে ইছতিদরাজ নয় তো? অর্থাৎ আখেরাতে মাহরূম করার জন্য দুনিয়াতে কাজের উন্নতি দেয়া হচেছ, যাতে করে অহংকারী হয়ে খোদার রহমত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। তখন মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) বললেন আপনার অন্তরে এই ভয় আসার কারণে আমার মনে হয় এটা ইছতেদরাজ নয়। এই ভয় না থাকলে তার সম্ভবনা ছিল।

দাওয়াত ও তাবলীগী ভাইয়েরা একটু লক্ষ করে দেখুন, আমরা তিন চিলা দিতে পারলে কত গর্বিত হই, অহংকারে ফেটে পড়ি। অন্যদেরকে গোমরাহ মনে করি এক মাত্র হিদায়েতের রাস্তা তাবলীগকে মনে করি। অথচ তাবলীগের মুরব্বী তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে সর্বদা ভয়ে ও আতংকে থাকতেন। এতে প্রমাণ করে তাবলীগের মুরব্বীগণ বুযুর্গ ছিলেন। আর আমরা তাদের তাবলীগে শরীক হয়ে কোন রাস্তায় চলতে শুরু করেছি? ফিতনার নতুন নতুন দরজা খুলতে শুরু করেছি। তাবলীগ থেকে যিকির তুলে দিয়ে রূহানী শক্তি শেষ করেছি। যিকিরের মজলিস বন্ধ করাকে ইবাদত মনে করতেছি।

তাবলীগী মুরব্বীগণ মৃত্যু পর্যন্ত যে আমল করে ধন্য হয়েছেন

তাবলীগে যিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে বুযুর্গগণের বাণী বর্ণনা করার পর তাদের নিজ আমলের প্রতি লক্ষ করুন, হযরত শায়েখের মুখে বার বার শুনেছি, আমার চাচাজান হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) অন্তিম সয্যার পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বার তাসবীহের যিকির খুব গুরুত্ব সহকারে আদায় করতেন। আর রমজান মাসে আছরের পর উচচ ও মিষ্ট সুরে আলাহর ধ্যানে এমন ভাবে যিকির করতেন, তখন পাশের লোকেরা তার যিকিরের শব্দ শুনে ঈমান তাজা করে নিতেন। তিনি তরীকতের পথে কুতুবুল আলম হযরত আকদাস রশীদ আহমেদ গাংগুহী (রহঃ) এর মুরীদ ছিলেন এবং হযরত খলীল আহম্মাদ সাহারানপুরী (রহঃ) এর বিশেষ খলিফা ছিলেন।

হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর সুযোগ্য পুত্র ও পরবর্তী আমীর হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) তরীকতের লাইনে তিনি তার পিতার খলিফা ছিলেন। যার কারণে তিনি বার বার রায়পুর খানকায় হাজির হতেন। দিলি-নিজামুদ্দিনের বাংলাওয়ালী মারকায মসজিদে নিজের তত্বাবধানে জোরে জোরে যিকির করানোর ব্যবস্থা করতেন। যার কারণে নিচতলা

সহ সম্পূর্ণ মসজিদে যিকিরকারীগণের যিকিরের গুণজন আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠত। এ দৃষ্টান্ত আমার আপনার ও সকলের সামনে স্পষ্ট।

তারপর হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) এর স্থলাভিষিক্ত বর্তমান আমীরে জামাত হযরতজী ইনামুল হাসান দামাত বারাকাতুহুম, যিনি মুলত হযরত ইলিয়াস (রহঃ) এর আধ্যাতিক তরীকতের খলিফা তিনি দিলী-মারকাজের মাদ্রাসা কাশেফুল উলুমে (৮০) আশি বৎসর যাবৎ বোখারী শরীফের দরস দিয়েছেন। হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) এর জামানা থেকে যিকির শুগুলের লাইনের বা আধ্যাতিক লাইনের দায়িত্ব তার কাছে ন্যাস্ত। তিনি এ ব্যাপারে সকলের দেখাশুনা করতেন। যদিও তাবলীগী কর্মীগণের আত্মার তৃপ্তির জন্য হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) সাধারণ মজলিসে সকলকে মুরীদ করতেন। কিন্তু উক্ত মুরীদগণের আত্মার উন্নতির জন্য মামুলাত, অযিফা, যিকির আযকারের শিখার জন্য হযরতজী ইনামুল হাসানকে দায়ীত্ব দেয়া হত। তিনি তাদেরকে তিন তাসবীহ, যিকিরে জেহেরী, বার তাসবীহ, পাছ-আনপাছ, যিকরে কলবী, মুরাকাবা, হিজবুল আজম ইত্যাদী আমলগুলি পুংখানু পুংখানু রূপে শিক্ষা দিতেন। আর তিনি একাকী অবস্থায় যিকির শুগুলে লিপ্ত থাকতে বেশী ভাল বাসতেন। মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেব লিখেছেন যে তাবলীগের উন্নতির জন্য হযরতজী ইউসুফ (রহঃ) এর মেধা যেমন কাজ করেছে ঠিক তদ্রুপ সেটাকে সারাবিশ্বে ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্য হযরতজী ইনামুল হাসানের (রহঃ) রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তি সীমাহীন কাজ করেছে।

হযরতজী ইনামুল হাসান (রহঃ) এর একটি শিক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনাটি মুয়ামালাত প্রসংগে (অপ্রাসংগিক হওয়া সত্ত্বেও তা লিখা হচেছ)

১৩৯৭ হিজরী রমজান মাসে শাইখুল হাদীস হযরত মাওঃ যাকরিয়া সাহেব (রহঃ) মদীনা শরীফ অবস্থান করতেন। অসুস্থতার কারণে ৪/৫ জন খাদেমকে নিয়ে তারাবী নামাজ মাদ্রাসার কামরায় আদায় করতেন। সাধারণ লোকদের কারণে রমজানে ই'তেকাফকারীদের অজু ইস্তেঞ্জায় কষ্ট হত তাই বহিরাগতদের আগমনের ক্ষেত্রে ইলান করে নিষেধ করা হত। তখন একদিন হযরতজী ইনামুল হাসান (রহঃ) তারাবীর নামাযের সময় আগমন করলেন তিনি তাবলীগের জরুরতের জন্য মসজিদে নুরে থাকতেন। তারপরও তিনি শায়খুল হাদীস হযরত মাওঃ যাকারিয়া (রহঃ) এর কাছে খাচ্ছ মেহমান হিসাবে আসতেন।

তারাবীর সময় দরজা বন্ধ থাকত তাই ১টি চাবী হযরতজী ইনামুল হাসান (রহঃ) নিকট দেয়া হয়েছিল, যাতে কখনো এসে তার অপেক্ষা না করতে হয়। একদা হযরতজী ইনামুল হাসান (রহঃ) প্রসাবের জরুরত হলে তিনি হারাম শরীফে এসে বাথ রুমে ঢুকতেই এলানটি চোখে পড়ল এ'লান দেখে তিনি আর বাথরুমে ঢুকলেন না। সালাম ফিরিয়ে একজন খাদেম বের হল, হযরতজী ওখানে দাঁড়ানো ছিলেন। হযরত লোকটিকে দেখে জরুরতের কথা জানালেন। আর বললেন, নিষেধাজ্ঞার এলান দেখে বাধা প্রাপ্ত হয়েছি। হযরতের কথা শুনে লোকটি লজ্জিত হল, আর বলল হযরত এ নিষেধাজ্ঞা সাধারণ মানুষের জন্য আপনার জন্য নয় তারপর হযরতজী জরুরত সারতে প্রবেশ করলেন। এমন ছিল তাদের তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারী। ভেবে দেখুন আমরা কোথায়? আলাহ তায়ালা হযরতের ফায়েজ সারা পৃথিবীতে বিস্তার করুন। আমীন।

তাবলীগের পুরানো সাথীদের যিকিরের প্রতি উদাসীনতার কারণ

যা হোক, এখানে যিকিরের ফাযায়েল বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, কেননা ফাজায়েলে যিকির সম্পর্কে তাবলীগী নিসাবে একটি পুস্তিকা আছে। যার কারণে এখানে ঐ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাবলীগের জন্য যিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে তাবলীগের মুরব্বীগণ যেসব কথা বলেছেন তা পুরানো কর্মিদের অজানা নয়।

এতদ্বাসত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্থান ভাগের পর এমন কিছু উন্নত মানের মেধাবী কর্মী যারা বাবু বা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ধনী পরিবারের লোক, পার্থীব জ্ঞানে জ্ঞানী ও তাশকীলের খুব যোগ্যতা রাখে নওজওয়ান ভায়েরা বেশী পরিমানে তাবলীগের কাজে শরীক হতে লাগল এবং তাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দাওয়াতের প্রচার প্রসার খুব বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর যেহেতু তাদের জীবনের প্রথম থেকে যিকিরের সাথে কোন সম্পর্ক ছিলনা তাই শয়তান তাদের উপর ভর করে তাদের মাধ্যমে তাবলীগের ভিতর ঢুকে পড়ল এবং শয়তান থেকে বাচার দূর্গ ও দাওয়াতের কাজের রূহ যিকিরের উপর হামলা করার সুযোগ পেল বসল। (অর্থাৎ যিকিরকে বন্ধ করে দেয়ার রাস্তা পেল)

তাবলীগে শয়তান যেভাবে যিকির বন্ধ করেছে

শয়তানের রাস্তা এই ভাবে খুললো যে, যখন প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজের প্রচার প্রসার অনেক বেড়ে যেতে লাগল তখন শয়তান এভাবে

ধোকা দিল যে, যিকির ছাড়াই তো কাজের উন্নতি হচেছ, এখন যিকির করার কি দরকার? দাওয়াত দিলেইতো কাজের উন্নতি হয়। তখন দাওয়াতের কাজে যিকিরবিহীন লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। যার কারণে দাওয়াতের কাজ থেকে যিকির একেবারে উঠে গেল।

যিকিরবিহীন লোকের অর্থ এই নয় যে, তারা মোটেও যিকির করে না, বরং তাদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা কিছু কিছু যিকির করেন। অনেকে পীর মাশায়েখের নিকট মুরীদও হন। কিন্তু তারা তাবলীগের ছয় নম্বর অনুপাতের যিকির করেন। সর্বদা হাতে একটা তাসবীহ থাকে আর মুখে খুব সামান্য যিকির চলে। আর এটাই তাদের মত লোকদের জন্য যথেষ্ট মনে করে। তবে তাবলীগী মেহনত করে অনেকের কিছু দ্বীনি উন্নতি হয় আবার অনেকের বেশ ভাল উন্নতি হতে দেখা যায়।

কিন্তু তারা আকাবির বুজুর্গগণের মত যিকিরের পুর্ণ শর্ত পালন করতে পারেন না যার কারণে তারা যিকিরের পূর্ণ ফায়দা অর্জন করতে পারেন না। আর এই পুর্ণতা সকলের জন্য প্রয়োজনও হয় না বা সকলে পারেও না। যেমন বাবু/বা পার্থিব জ্ঞানী ও যুবকদের ইলমের অবস্থা। তারা নিতান্ত জরূরী ও দরকারী ইলম হাছিল করতে পারে। কিন্তু ইলমের পুর্ণতা, তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ অর্জন করতে পারে না। ফলে তারা আলেম, মুফতী, ক্বারী হতে পারে না। তেমনী ভাবে তারা নিতান্ত জরূরী যিকির হাছিল করে বটে। কিন্তু যিকিরের পুর্ণ ফায়দা। ও অন্যকে ফায়দা পৌঁছানোর পদ্ধতি ও আদ্ধাতিক শক্তি অর্জন করে ইসলাহ হওয়া ও ইসলাহ করার সে শক্তি তারা অর্জন করতে পারেনা এবং অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে দেখে বিচার করার যোগ্যতা তারা পায়না। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যেমন তারা মাসলা-মাসায়েল ও হাদীসের ব্যাপারে আলেম গণের অনুসরণ করতে বাধ্য। ঠিক তেমনি ভাবে তাবলীগের জন্য নিতান্ত জরূরী যিকিরের ক্ষেত্রে হক্কানী পীর মাশায়েখের অনুসরণ করার দরকার ছিল যা আকাবির গণের বাণীতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা এমন গোত্র ও পরিবেশ থেকে দ্বীনের রাস্তায় এসেছে এবং ছোট থেকে যে ভাবে লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া হল অদেখা বস্তু কেবল মাত্র কারো বলার দ্বারা মেনে নিতে না পারা। অন্যদিকে তারা যিকিরের ফাজায়েল পড়ে বড়দের মুখে তা শুনে এমতাবস্থায় সরাসরী যিকির অস্বীকার করতেও পানেনা। বরং যিকিরের এমন সব ব্যখ্যা করে যা চোখে দেখা যায় যেমন, দাওয়াতের মেহনত করা, কাজের প্রচার প্রসার হওয়া, জামাত বের করা ও নিজেরা বের হওয়া ইত্যাদি কাজকে ইলমও যিকির বলে বর্ণনা করে। যার প্রকৃত

আলোচনা কারগুজারীর সময় হয়। অথচ এই প্রচার তাবলীগের আসল ছয় নম্বরের কাজের প্রচার নয় বরং সেই নামে অন্য জিনিসের প্রচার হয়। যা মুলত দাওয়াতের জন্য ফিতনা স্বরূপ হয়ে গেছে। কেননা তাবলীগ প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর দেয়া ছয় নম্বরে যে যিকিরের কথা বলা হয়েছে তা হল, পীর মুরীদি লাইনের তিন তাসবীহ, বার তাসবীহ সহ অলাহু নামের হাজার হাজার বার যিকির। যার করকতে দাওয়াতের কাজ শক্তি পাবে ও তার রূহানিয়্যাত বৃদ্ধি হবে।

আর যদি কোন সময় তারা যিকির না করার কোন রাস্তা পায় তাহলে সেদিকেই ঝুকে যায়। তখন যিকিরের নাম লওয়াকে গোনাহের কাজ মনে করে এবং যিকিরের মজলিস বন্ধ করাকে ইবাদাত মনে করে। ফলে নিজেদেরকে যিকিরকারীদের থেকে দুরে রাখে। আর যেহেতু যিকির তাবলীগের ভিত্তি ও উছুলের জরুরী বস্তু এবং নিসাবের কিতাবে ফাজায়েলে যিকির নামক অধ্যায় রয়েছে এইজন্য শুধু যিকিরের নামটি বাকী রাখা হয়েছে এবং দাওয়াত ও তাবলীগকে যিকির বলে নাম করণ করা হয়েছে এবং নিজেদেরকে দাওয়াতের মেহনত দ্বারা ইসলাহ ও সংশোধন হওয়ার কথা বলা হচেছ। এ সুযোগে শয়তান এই ধরনের ধোকা দিয়ে কামিয়াব ও সফল হচেছ। যার বিস্তারিত আলোচনা পিছনে চলে গেছে। আসতে আসতে এক পর্যায়ে তারা যিকিরের অপব্যাখ্যা গুলো খুব জোর দিয়ে প্রচার করে এবং সাধারণ জনগণকে তাদের মতাবলম্বী করে গড়ে তুলার চেষ্টা করে। মানুষের অন্তর সর্বদা যিকির থেকে দুরে থাকতে চায়। আর শয়তান ধোকার লক্ষে কিছু যিকির বিরোধী শব্দ যোগাড় করে দিয়েছে। কিছু পুরানো কর্মী যারা যিকির করতেন কাজের সাফল্য দেখে তারা তাবলীগি এমন কিছু আলেম ও সাধারণ লোকদের সংঘ দিয়েছে যারা যিকির পছন্দ করে না। অথবা দ্বীনের কাজের জন্য তাদেরকে দরকারী মনে করেন তাদের ভাল গুন গুলির দিকে লক্ষ করেন এবং সাধারণ জনগনের ভিতর তাদের প্রচার দেখেন, যার কারণে তারা যিকির ছেড়ে দিলে কোন প্রতিবাদ করেন না বরং চুপ করে থাকেন এবং মনে করেন হয়তবা কাজের সাথে জুড়ে থাকলে আগামীতে যিকির করার সৌভাগ্য হবে।

আর কিছুলোক দূর্ভাগ্য বশতঃ তাবলীগ ছেড়ে দিয়েছে পরিশেষে এমনও হয়েছে যে তারা খানকার যিকিরের প্রকাশ্যে বিরোধীতা করতেছে। যার প্রারাম্ভ ১৯৪৭ ইং সন থেকে অল্প অল্প শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই হযরত শায়েখ (রহঃ) নিজে এই অপ প্রচারের প্রতিরোধে সচেষ্ট হন। যার প্রমাণ স্বরূপ আজ থেকে ২৩ বৎসর আগে হযরত

শায়েখের হাতে লিখা একটি পত্র পেশ করছি। যার তারীখ হল ১৫ শাওয়াল ১৩৭৭ হিজরী।

হযরত শায়খের প্রথম পত্র কলেজের ছাত্রটির উদ্দেশ্যে, ছুটির দিন গুলো সে কোথায় কাটাবে

কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র সে তার নিজ ইছলাহের জন্য তাবলীগী জামাতে সময় লাগাত। কিছু দিন পর যখন তার অনুভূতি হল যে, দ্বীনের এই হাসপাতালে (তাবলীগে) প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু ও সাধারণ ঔষধতো পাওয়া যায়। কিন্তু পানিয় পানি যার উপর জীবন নির্ভর করে তা পাওয়া যায় না আর সাময়িক সুস্থতার পরে শক্তি বর্ধক কোন খাবার বা ঔষধ এখানে পাওয়া যায় না। তখন তার পিপাসা নিবারনের জন্য তাবলীগী আকাবেরগণের দিকে দৃষ্টিপাত করল। অর্থাৎ যিকির দ্বারা রুহের রোগ নিরাময় করে তৃপ্তি পেতে চাইল। তাই যখন তার কলেজের বাৎসরিক ছুটির সময় হল তখন সে হযরত শাইখুল হাদীসের নিকট পত্র মাধ্যমে জান্তে চাইল যে, ছুটির সময় কোথায় কিভাবে কাটাবে? কেননা হযরত শায়েখ হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর সাথে প্রথম কাজের শরীক ব্যক্তি ও কাজের শক্তি বর্ধক। আর হযরত মাওঃ ইলিয়াস (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর থেকে তিনি কাজের মুরব্বী ও পরিচালক। অন্যদিকে তিনি ইছলাহ ও আত্মশুদ্ধি লাইনের বুযুর্গ ও ইমাম। তাই তিনি সেই ছাত্রটির পত্রের উত্তরে লিখলেন যে ছুটির সময়টুকু তুমি লাহরে হযরত রায়পুরী (রহঃ) এর কাছে থাকবে। সেখানে সুফী ইকবাল সাহেব মাদানী আমার আদেশে থাকবে। তার ঠিকানা হল, বাড়ী নং ৩২, বিজেল রোড, লাহর। অধম তোমার জন্য দোয়া করছে। আলাহ তায়ালা আপন ফজল ও করমে তোমাকে পরিক্ষায় পাশ করান। আর সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দান করুন। পত্র পেয়ে ছাত্রটি লাহোর যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তাবলীগী মারকাজ রায়ব্যান্ডের কিছু বড় বড় জিম্মাদার তাকে বাধা দিলো। ছাত্রটি যখন তাদের কথা উপেক্ষা করে চলে গেল তখন তারা ছাত্রটির প্রতি খুব রেগে গেল। লাহোরে গিয়ে ছাত্রটি হযরত শায়েখকে পত্র লিখলে তার উত্তরে তিনি আবার লিখলেন, তুমি রায়পুরী (রহঃ) এর খিদমতে হাজির হওয়ায় আমি খুব বেশী খুশি হয়েছি এবং খুবই ভাল কাজ করেছ। তবে যদি তুমি হযরতের নিকট মুরিদ হয়ে যাও তাহলে আরো বেশী ভাল। আমি তোমাকে আরো মশওরা দিতেছি যে হযরত রায়পুরী হায়াতে বেচে থাকা আর লাহরে তার অবস্থান করাকে অমুল্যধন মনে করবে। আর সময় পেলে তার খিদমতে বেশী বেশী

হাজির হওয়ার চেষ্টা করবে। হযরতের অস্তিত্বকে গোমরাহীর অন্ধকারের মাঝে আলো মনে করবে। পারলে তার কাছে অতি জলদী মুরীদ হও। তাবলীগ কর্মী ভাই আব্দুল ওহাব বা অন্য কারোর অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করবে না। আমার নিকট আসার থেকে হযরতের নিকট থাকা বেশী জরুরী ও বেশী ফায়দা হবে। তবে দ্বীনী কাজ অত্যান্ত চাই তাই ইজতেমাসমুহ ও কাজের সাথে জুড়ে থাকা জরুরী। ২৭ সফর ১৩৭৮ হিজরী।

কলেজের ছাত্রটির উদ্দেশ্যে হযরত শায়েখের দ্বিতীয় পত্র

হযরত শায়েখের দ্বিতীয় পত্রে ছাত্রটিকে লিখেন যে, তোমার লাহোরে যাওয়াতে অত্যান্ত খুশি হয়েছি। তুমি ছুটির সময় সেখানে কাটিয়ে অনেক ভাল করেছ। রায়ব্যন্ড ওয়ালাদের তোয়াক্কার কোন দরকার নেই বরং আমার পক্ষ থেকে ভাই আব্দুল ওহাব সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর যে রায়বেন্ড ওয়ালারা এমন কেন করল? (হযরত রায়পুরীর কাছে যেতে নিষেধ কেন করল?) যদি সম্ভব হয় তাহলে এই পত্র খানি ভাই আব্দুল ওহাব সাহেবের নিকট সরাসরি পাঠিয়ে দাও। সে যেন চিঠিটির উত্তর সরাসরি আমাকে লেখে। আমি এ ব্যাপারে হযরতজী মাওলানা উইসুফ সাহেবকে আজই পত্র লিখছি। আমার আন্তরিক ইচছা হল মারকাজ রায়বেন্ডের সকল কর্মীরা যেন সময় বের করে একের পর এক হযরত রায়পুরীর খিদমতে হাজির হয়। যা তাদের সকলের জন্য নিত্যান্ত জরুরী। স্বয়ং হযরতজী ইউসুফ সাহেব দুই চার দিনের জন্য হলেও সেখানে হাজির হওয়ার চেষ্টা করতেছেন। শুধু তার পাসপোর্টের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন পার্সপোর্ট বানাতে বিলম্ব হচেছ বিধায় একটু দেরী হচেছ। ২রা মহুরম ১৩৭৮ হিজরী। পত্রটি আমার নিকট এখনও রক্ষিত আছে। কেহ যদি দেখতে চায় তাকে ফটো কপি করে দেয়া যেতে পারে।

তাবলীগ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপুর্ণ সতর্কবাণী

উপরে উলেখিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা মনে করবেন না যে, যখন তাবলীগের ভিতর এত কমতি ও ফিতনা এসেছে তাহলে কাজ ছেড়ে দেয়া হোক বরং এতকিছু লিখার উদ্দেশ্য হল যখন কাজের ভিতর যত বেশী কমতি আসে তখন ততবেশী কোরবানী দিয়ে কাজকে ফিতনা থেকে উদ্ধার করা দরকার হয়।

সুতরাং আপনার প্রতি আমার আকুল আবেদন হল টাল বাহানা ছাড়াই কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই আন্তরিক ব্যাথা বেদনার সাথে ইলম ও

যিকিরের বেশী বেশী দাওয়াত দিন এবং তাবলীগের সাথে জুড়ে থেকে যিকিরকে মনে প্রাণে গেথে নিন এবং নিয়মিত ভাবে যিকির করতে থাকুন। তাবলীগ থেকে আলাদা হয়ে যিকির করার দরকার নেই। তবে যিকির থেকে দূরে থাকার জন্য তাবলীগ কর্মীরা এ কথা বলে থাকেন যে পীর মাশয়েখগণ যদি আমাদের নেতৃত্ব দিতেন তাহলে তাবলীগ থেকে যিকিরের কমী দূর হয়ে যেত, এর উত্তর হল,

হে আল্লাহর বান্দা! যিকির তাবলীগের বুনিয়াদী উসুল যার গুরুত্ব আকাবিরগণের পক্ষ থেকে অনেক বেশী দেয়া হয়েছে। কারণ যিকির বিহীন যে তাবলীগ হয় তা অসমপূর্ণ তাবলীগ। কেননা যে উসুল ছেড়ে দিয়ে তাবলীগ করে সে পূর্ণ তাবলীগী হতে পারে না। তাবলীগ কর্মীর অন্যের অপেক্ষায় থাকার কি দরকার? তবে পুরা ছয় নম্বরের উপর আমল করে পীর মাশায়েখগণকে কাজে জোড়া তাবলীগীদের বিশেষ দায়িত্ব। আর কারোর কাজের সাথে জোড়া আর না জোড়ার দায়িত্ব কোন তাবলীগী কর্মীর নয়। কারণ সম্ভবত তিনি দ্বীনের অন্য কোন পথে তাবলীগের কাজ করতেছেন। অথবা আপনার কাজের সাথে তার মনের মিল হয়না। অথবা অন্য কোন অসুবিধা থাকতে পারে। বা কোন অসুবিধা ছাড়াই এ মূল্যবান কাজ তার ভাগ্যে নেই। যেমন আপনি দ্বীনের একটা মাত্র অংশ দাওয়াতের সাথে জড়িত থাকায় মাদ্রাসায় যেতে পারেন না। আপনার বুজুর্গগণের প্রচেষ্টার যে দ্বীন পেয়েছেন তার উপর পরিপূর্ণ ভাবে জমে থাকতে পারেন না। অথচ সে সব লাইনের সাথে আপনার বিরোধ নেই। তাই সর্বদা নিজের পূর্ণতা মনে না করে নিজের দুর্বলতাকে দূর করার চেষ্টা করা দরকার।

তাবলীগে যিকির শিখার তরীকা ও উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য

যিকিরের আদব ও শর্তসমুহ পালন করে যিকিরে মনোনিবেশ করুন। সবচেয়ে বড় শর্ত হল, বুজুর্গগণ ও পীর মাশায়েখের তত্তাবধানে থেকে যিকির শিখে যিকিরে অভ্যস্ত হয়ে নিয়মিত যিকির করতে থাকা। এই ভাবে যখন আপনি যিকির করতে থাকবেন এবং আপনার সাথীদের যিকিরের দাওয়াত দিতে থাকবেন তখন দেখবেন পীর মাশায়েখগণ আপনা আপনি আপনার অনুকুলে আসবে ও তাবলীগী কাজে শরীক হবেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি হল ওলামা মাশায়েখের নিকট আপনাদের উপস্থিতি তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে হয় না বরং তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আপনার নিয়তকে ঠিক

করে শুধু মাত্র ইল্‌ম ও যিকির শিখার জন্য তাদের খিদমতে হাজির হলে উপকৃত হবেন।

উদ্দেশ্য যিকিরকে কেন্দ্র করে মতনৈক্য সৃষ্টি করা নয়। বরং ইদ্দেশ্য হল সর্বকালের বুজুর্গগণের আমলকৃত যিকিরকে নিজেদের ভিতর প্রতিষ্ঠা করা এবং সকলের কাছে প্রীতিভাজন হওয়া। কেননা ঐক্যের বস্তু দ্বারা সকলকে জোড়া সম্ভব হয় সুতরাং আপনি আজ থেকে তাছবীহাত ও যিকির করা শুর করে দিন। যেমনটি আপনি বহু বছর ধরে তাবলীগের ছয় নম্বরের যিকির করে আসছেন। আর যিকিরের লাইনে পারদর্শী হতে হলে হযরত মাওঃ ছাইদ আহমদ সাহেব ও হযরতজী ইনামুল হাসান সাহেব থেকে যিকির শিখে নিবেন। অথবা অন্যকোন পীর মাশায়েখ থেকে যাদের সাথে আপনার যোগাযোগ আছে ও ভক্তি আছে তাঁর থেকে যিকির শিখে নিবেন। তারপর তাবলীগী সাথীদেরকে যিকিরের আমলে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। শুধু এতটুকু নয় যে আছরের পর বয়ানের শেষে বলে দিলেন ভাই নিজ নিজ তাসবীহ পুরা করে নেই। আজকাল মাগরীব পর্যন্ত বয়ান চলতে থাকে তাসবীহ আদায়ের কোন কথা বলা হয় না। ফজরের পরেও বয়ান চলে যিকিরের কোন ইলান করা হয় না। কিন্তু আপনি আপনার সাথীদেরকে যিকির ও তাসবীহ আদায়ে গুরুত্ব দিন এবং নিজেও আমল করতে থাকুন। এই ভাবে জীবনের কিছু অংশ আমল করে দেখুন, হযরতে আকাবেরীন আপনার প্রতি কত খুশি হন এবং আপনাকে আধ্মাতিক লাইনে এগিয়ে নিতে কত সচেষ্ট হন।

শয়তানের দ্বিতীয় ধোকা

এখন শয়তানের দ্বিতীয় ধোকার কথা উলেখ করিতেছি যা যিকিরের জন্য অপপ্রচার ও যিকিরের পরিপন্থী। শয়তান এর দ্বারা পুর্ণ সফলতা পেয়েছে।

তবে ভিত্তিহীন এই ধোকায় মানুষ এত প্রভাবিত হয়েছে যে এর বিপক্ষের কোন ধরনের কথা শুনতে তারা রাজী নয়। যেমন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতি মানুষ প্রভাবিত হয়ে তার বিপক্ষে কোন কথা শুনতে রাজী হয় না। অন্যদিকে যারা তাবলীগ দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তাদের অন্তরে তার বড়ত্ব থাকা দরকার এবং তার ক্ষতিকর বস্তু থেকে দুরে থাকা দরকার আর এটাই জ্ঞানের পরিচয়। কিন্তু যারা শয়তানের ধোকায় পড়েছে তাদের দ্বারা দাওয়াতের কাজের ক্ষতি হচেছ।

মেহেরবানীতে সৌদি আরবের ভদ্র ও আলেম সমাজের লোকেরা টুকি টাকি মতপার্থক্য বাদ দিয়ে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করেন। সুতরাং উলেস্খিত প্রশ্ন ও তার উত্তর সমুহ বাস্তব ঘটনার প্রমাণ বহন করে। এর ভিতর সন্দেহপোষণকারী হয়ত সে অজ্ঞ বা সঠিক চিন্তাশীল নয়। বিনীত ঃ

আব্দুল হাফিজ (মদিনা মুনাওয়ারা) ২৫ রবিউল আওয়াল ১৪০১ হিঃ

উপদেশ মুলক স্বপ্ন তার সাথে নসীহত মুলক পত্র

তাবলীগ জামাতের জনৈক নিষ্ঠাবান ও নেককার আলেম সাথীর সু-স্বপ্ন ও তার তাবীরদানে হযরত কুতুবুল আলম শাইখুল হাদীস (দাঃ) এর মুল্যবান চিঠি।

দুনিয়া ত্যাগী, নেককার জনৈক আলেম, হযরত শায়েখ (দাঃ) কে পত্র মাধ্যমে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে লিখলেন যে, স্বপ্নে দেখি আমি মক্কা শরিফের হারামে অবস্থান করছি। কেমন যেন বাইতুলার মত কোন যিনিস দরজা দ্বারা বন্দ করে রাখা হয়েছে। আজান হলে দরজা খুলে গেল তখন আর সে ঘরকে বাইতুলাহ মনে হল না বরং বাইতুলাহর অপর দিক মনে হল। হঠাৎ দেখি মদিনা মোনাওয়ারার রওজা আকদাসের সামনে দাড়িয়ে দরূদ ও ছালাম পড়তেছি। তখন মনে হল যেন ভিত্র থেকে রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম অসুন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন, আর বলছেন যে, এই কাজটাতো করো না। তখন অন্তরে অনুভুতি হল যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ কবুল হচেছনা। তখন কান্নায় ভেংগে পড়লাম আর অশ্রু বেয়েই চললো। আর আমি বলতে থাকলাম এখন থেকে করব, এখন থেকে করব। পরে এই আয়াতটি পড়ে-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآئُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِرَبِّهِمْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

অর্থঃ "আর যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে পুনরায় আপনার নিকট এসে আলাহর দরবারে ক্ষমা চায় তাহলে নিশ্চয় আলাহকে তারা তওবা কবুলকারী ও দয়ালু পাবে" বলতে থাকলাম হে আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেদিন। তার পর ছিদ্দিকে আকবর (রাজিঃ) এর উপর ছালাম পড়ার সময় মনে হল, রওজা আকদাছের পর্দা সরে গেছে। হঠাৎ দেখি যে রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম সামনে উপস্থিত। তার বাম পাশে ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) আর ডান দিকে হযরত ওমর (রাঃ) উপস্থিত। তখন রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের গায়ে জামা ও মাথায় পাগড়ী পরা ছিল। তিনি দুই ঝানু অবস্থায় কিবলা

মুখি হয়ে বসে ছিলেন। হাতে তাসবীহ নিয়ে যিকির করছিলেন। তাঁর ও ছিদ্দিকে আকবরের শরীরে ফকিরানা ভাব প্রকাশ পাচিছল। তখনও মনে হচিছল যে তিনি আমার থেকে বিমুখ হয়ে আছেন। চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছেন হঠাৎ তিনি দাড়িয়ে আমার দিকে মুখকরে বললেন, তুমিতো এই কাজ (আবু বকরের মত যিকিরের কাজ) করনা। তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হয়ে হাটুর উপর ভর করে হাত মোবারকে চুমু দিয়ে বলতে লাগলাম হুজুর! এখন থেকে যিকির করব, হুজুর এখন থেকে যিকির করব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত বাড়িয়ে একটি তাসবীহ উঠিয়ে আমাকে দিয়ে বল্লেন, এই তাসবীহ দ্বারা (ছিদ্দিকে আকবরের মত) যিকির কর। আমি আনন্দের সাথে তাসবীহ হাতে নিয়ে দেখি দানাগুলির রং এক প্রকার আর শাক্ষীগুলির রং অন্য প্রকার। তার পর তিনি বলেন আমি তোমার দ্বারা কাজ নিব। আমি খুশিতে বলে উঠলাম অবশ্যই আমার দ্বারা কাজ নিবেন। আপনার নিকট দোয়ার আবেদন করছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে হ্যাঁ সুচক মাথার ইশারা করে বললেন। হ্যাঁ হ্যাঁ যিকির করলে তোমার দ্বারা অবশ্যই দ্বীনের কাজ নিব। সম্ভবত আমি আবার বলাম অবশ্যই আমার দ্বারা দ্বীনের কাজ নিবেন। ইতিমধ্যে হযরত ছিদ্দেকে আকবর (রাঃ) দাড়িয়ে মুচকি হেসে খুশির সাথে আমার হাত থেকে তাসবীহটা তিনি হাতে নিলেন এবং তার তাসবীহের সাথে একত্র করে উভয়টা আমার হাতে দিলেন। আর বলেন এই লও, তখন তাসবীহ দ্বয় হাতে নিয়ে মাথার উপর রেখে খুশির সাথে হেলতে দুলতে লাগলাম। আর মনে করতে লাগলাম যে আপনার মুবারক ফায়েজ দ্বারা এই স্বপ্ন দেখেছি। নচেত আমার মত অপবিত্র ব্যাক্তি কি এমন স্বপ্ন দেখতে পারে? এটাও মনে হচিছল যে ঠিক দেখলাম না ভুল দেখলাম? তবে মনে মনে বিশ্বাস হচেছ। আল্লাহ তায়ালা বেশী ভাল জানেন।

হযরত শাইখুল হাদীস (রহঃ) পক্ষ থেকে উত্তর

বিইসমিহি তায়ালা, প্রিয় মৌলভী! মাসনুন সালামের পর তোমার ভাল বাসার পত্র পেয়েছি। অধমের প্রতি যা কিছু তুমি লিখেছ তা আমার প্রতি তোমার ভালবাসার প্রমাণ। যা হোক এই ভালবাসা আল্লাহ তায়ালা উভয়ের দ্বীনি উন্নতির অছিলা বানাক। হে প্রিয়তম (৮০) আশির উর্দ্ধে বয়স হওয়ায় আমি বিকল হয়ে আছি। আমার হায়াত বেশীর জন্য দোয়া না করে ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি সে জন্য দোয়া

কর। তোমার স্বপ্ন অনেক বর্কতময় ও খুব গুরুত্বপুর্ণ। হায় আমি যদি ভাল তাবীরদাতা হতাম তাহলে কতইনা ভাল হত। (হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব কত বিনয়ী ছিলেন তা তার একথায় প্রকাশ পায়) আলেমদের মত কোন কাজ জীবনে করতে পারিনি। না ইমাম হলাম, না ফতাওয়া দিলাম, না ওয়াজ করলাম, না স্বপ্নের তাবীর দিতে পারি। তার পরেও চিন্তা ফিকিরের পরে যা বুঝে এল তা হল,

স্বপ্ন অনেক বর্কতময় কেননা স্বপ্নে বলা হয়েছে দ্বীনের কাজ নেয়া হবে এটা আরো বেশী মুল্যবান। কিন্তু কাজ এতদিন নেয়া হয়নি বা আগামীতে না নেয়ার কারণ হবে যিকিরে কমি করা। তাসবীহ মোবারক দিয়ে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। আর হযরত ছিদ্দিকে আকবর এর যিকির করার পর সেই তাসবীহ দান করায় আমার এই ধারনাকে মজবুত করেছেন।

যিকির নিতান্ত জরুরী বস্তু। নিয়মিত যিকিরের অভ্যস্ত হওয়ার দরকার। আমার চাচা জান (হযরত মাওঃ ইলিয়ছি (রহঃ) বার বার যিকিরের গুরুত্ব দিয়ে মুবালিগ কর্মীদেরকে বলতেন, আমাদের তাবলীগী কাজের জন্য যিকির রূহের মত, যেমন রূহ না হলে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, (সুতরাং যিকির না থাকলে মাওঃ ইলিয়াছ (রহঃ) প্রচলিত তাবলীগ বেঁচে থাকবে না) বিশেষ করে তাবলীগ কর্মীগণকে যিকিরের প্রতি বেশী যত্নবান হতে হবে, তিনি আরো বলতেন মেওয়াত যাওয়ার সময় হক্কানী ওলামা ও বুজুর্গগণের সাথে যেতাম তবুও সাধারণ মানুষের সাথে মিশার কারণে অন্তর এত বেশী অন্ধকার হত যা দুর করার জন্য সাহারানপুর ও রায়পুরের খানকায় যেতাম যেখানে যিকিরের পরিবেশে অথবা নিজামুদ্দিনের মসজিদে নফল এতকাফ করে অন্তরের ময়লা ও অন্ধকার দুর করতাম। তোমরা তাবলীগ কর্মী সাধারণ মানেষের সাথে মিলামিশার কারণে তোমাদের জন্য যিকির আরো বেশী দরকার।

আমি নিজে তাবলীগ কর্মীদেরকে যিকিরের প্রতি এবং খানকা ওলাদেরকে তাবলীগের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়ে থাকি। যাতে উভয় পক্ষের নির্বোধেরা আপন বস্তুকে ছোট মনে করে। অথচ তারা আহমক নির্বোধ, জ্ঞানহীন, বোঝেনা যে বস্তুতে সে লেগে আছে সেটাতো করছেই আর যা থেকে মাহরুম থাকছে সেদিকেই তাকে দৃষ্টিপাত করাতে চাই। তাই তোমাকেও বলছি তোমার ভিতর যিকিরের কমি আছে। সে কমতির কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার থেকে বিমুখ হয়ে আপন রাগ প্রকাশ করেছেন, আরো অনেক কিছু লিখার ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে মাথা গুরাচেছ। এই পত্র খানি প্রিয় মৌলভী......কেও দেখাবে, তাকে মুখেও বলবে সে যেন তাবলীগ ও

যিকিরের উভটির প্রতি যত্নবান হয়, একটার কারণে অন্যটা যেন ছেড়ে না দেয়, আর এই নসীহত ও উপদেশ সকল দোস্ত বন্ধু বান্ধবদের করতে থাকবে তোমাদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা সমস্ত খারাবী থেকে হিফাজাত করে এই তাবলীগ ও যিকিরের লাইনের উন্নতি দান করুন তোমার হজ্জ ও যিয়ারাতের ইচছাকে কবুল করুন জনাব কাজী সাহেবকে তোমার পত্র শুনিয়েছি।

অয়াছ ছালাম ঃ হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব

লেখক ঃ হাবীবুলাহ, ২৪- জমাদিউল আওয়াল, ১৪০১ হিজরী ৩০ মার্চ

হযরত শায়েখের জনৈক খলিফাকে তাবলীগ বিরোধী মনে করে তাকে হুশিয়ার করে পত্র লিখেন,

মুহ্তারাম! আপনার আদ্ধাতিক ফায়েজ প্রসারিত হউক।

বাদ ছালাম মাছনুন, বহুদিন হয়ে গেল আপনার অসুস্থাতার কথা শুনেছিলাম এখনকার অবস্থা জানিনা, আমার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের (খলিফা ও মুরিদদের) পত্রের অপেক্ষায় থাকি। আগুন্তকদের কাছে আপনার যিকিরের মজলিসের খবর পেয়ে আনন্দ পাই, আল্লাহ তায়ালা উন্নতি দান করুন সমস্ত খারাবী থেকে হিফাজত করুন।

কিন্তু একটি খবর পেলাম যে আপনি তাবলীগ বিরোধী কিছু কথা বলেন, খবরটি শুনার পর তা আমি বিশ্বাস করিনি। কারণ আমাদের দোস্ত আহবাবদের (তাবলীগ কর্মীগণের) অবস্থা হল, কেহ চিলায় না গেলে তাকে তাবলীগর বিরোধী বলে মনে করে। অথচ অসুস্থ ব্যক্তি গাশত করতে পারেনা স্বয়ং আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে অসুস্থতার কারণে চলাফিরা করতে পারিনা অথচ আমাকেও তারা তাবলীগ বিরোধী মনে করে। যদিও যেদিন থেকে চাচা (মাঃ ইলিয়াছ রহঃ) এই কাজ শুরু করেছিলেন সেদিন থেকে আমি কাজের সাথে লেগে আছি। আর যিকির আমাদের দাদা, পরদাদা থেকে চলে আসতেছে। এমনকি বহু পুরুষ থেকে চলে আসছে। তাই তাবলীগী কাজের প্রথম অবস্থায় আমার নিকট পত্র মাধ্যমে প্রশ্ন হত যে যিকিরের গুরুত্ব বেশী না তাবলীগের?

তখন আমি তাদের উত্তর দিতাম খাদ্যের গুরুত্ব বেশী না পানির গুরুত্ব বেশী? তাবলীগ হল খাদ্য স্বরূপ আর যিকির হল পানি স্বরূপ খাদ্য না হলে বেঁচে থাকা যায় না, আর পানি না হলে খাদ্য হজম হয় না। স্বয়ং চাচাজান তাবলীগী আহবাবদের যিকিরের গুরুত্ব বুঝিয়ে যিকির করতে আদেশ দিতেন, কেননা তাবলীগীদের যিকির বেশী দরকার, এতে দিলের পবিত্রতা আনে। আমার চাচাজান বলতেন, আমি নেককার বুজুর্গণের সাথে মেওয়াত গিয়ে সাধারণ মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার ফলে আমার অন্তর অন্ধকার ও ময়লাযুক্ত হয়ে যেত, যতক্ষণ

সাহারানপুর বা রায়পুর খানকাতে গিয়ে যিকির করে অথবা ইতেকাফ করে দিলের পবিত্রতা না আনতাম ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর আপন অবস্থায় ফিরে আসতোনা বা পুর্বের ন্যায় আলোকিত হতোনা। সাধারণ জনগণের সাথে মিলামেশা কথাবার্তা বললেই অন্তর ময়লা হবেই, অন্তরের আপন অবস্থার পরিবর্তন হবেই। তাবলীগে যিকিরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক ভাবে লিখার ইচছা ছিল কিন্তু মাথা ঘুরছে, তাই এখানেই শেষ করলাম। তবে যা কিছু লিখছি সতর্কতা মুলক, আমার নিকট যে খবর এসেছে তা কোন প্রকার সত্য হয়ে থাকলে তা থেকে বিরত থাকা দরকার। তাবলীগে যদি যাওয়া সম্ভব না হয়, কমপক্ষে বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে তাবলীগের গুরুত্ব তুলে ধরা দরকার, শেষ কথা হল এই খবর আমার নিকট মোটেও সত্যতার স্থান পায়নি, আর সব লাইনে তাবলীগের সাহায্য সহানুভুতি করা প্রয়োজন। বর্তমানে অল্পক্ষণ বসলেই মাথা ঘোরায়। যদি এই খবর কোন সত্য হয়ে থাকে তাহলে আশা করি আমার এই স্বল্প লিখনীতে আপনার যথেষ্ট উপকার হবে।

ওয়াস সালাম ঃ হযরত শাইখুল হাদীস সাহেব (রহঃ)

লেখক ঃ হাবীবুলাহ, ২৫ জমাঃ উলা,১৪০১ হিজরী ৩১ এপ্রিল ১৯৮১ইং

ফায়দা ঃ উপরে উলেখিত পত্রদ্বয়ের আসল কপি অধমের নিকট সংরক্ষিত আছে। মোঃ ইকবাল মদীনা মুনাওয়ারা।

চিশ্‌তিয়া সাবেরিয়া তরীকার ১২ তাসবীহ যিকিরের নিয়ম।

দোজখের আজাবের পথ বন্ধ করে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য কিতাবে ১২৬ তরীকার বয়ান করা হয়েছে, তার মধ্যে চিস্তিয়া সাবেরিয়া তরীকা একেবারে সংক্ষিপ্ত। উক্ত ১২ তাসবিহ'র যিকির আমাদের বিগত সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরামগণ, মাশায়েখগণ ও আকাবিরগণ প্রত্যেকেই আমৃত্যু করে ধন্য হয়েছেন। যেমন ঃ মিয়াজি নুর মোহাম্মদ সাহেব ঝানঝানাবী (রহঃ) হাজী ইমদাদুলাহ মোহাযেরে মক্কী (রহঃ), কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ), হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) শাহ আব্দুর রহীম (ছোট এবং বড় উভয় রায়পুরী (রহঃ)) হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ) হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) এবং তাবলীগ জামাতের প্রতিটি আমীর সাহেব প্রমুখগণ রহেমাহুমুলাহ।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ) তাঁর নির্দেশিত "এবতেদায়ী মামুলাত" পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর

যাঁরা ১২ তাসবীহ'র যিকিরের অনুমতি পেয়েছেন, তাঁরা নিম্নলিখিত ভাবে ১২ তাসবীহ'র যিকির করবেন। পাক পবিত্র অবস্থায় ওযুসহ কেবলামুখী হয়ে নিরিবিলি স্থানে একাকী হয়ে আসন দিয়ে ১৩ বার সুরা ইখলাস (কুলহু আল্লাহ্) পাঠ করে সিলসিলার সমস্ত জিবিত ও মৃত মাশায়েখের রূহের উদ্দেশ্যে তার ছাওয়ার বখশে দিবেন। তৎপরে চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহ্‌কে হাযির নাযির জেনে প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু নফী ইসবাত ২০০ বার করবেন। আস্তে বা জোরে নিজ শায়েখ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক দশ বার পরপর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করবেন।

অতঃপর ইল্লাল্লাহ্ যিকির ৪০০ বার করবেন। তারপর আল্লাহু হাযেরী, আল্লাহু নাযেরী পড়তে পারেন। এরপর "আল্লাহু আল্লাহ্" দো যরবী যিকির ৬০০ বার করবেন।

উক্ত ১২ তাসবীহ আদায়ে অনেক ত্রূটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার জন্য পরিশেষে ১০০ বার "আল্লাহ্" ইসমে যাত এক যরবী যিকির করবেন।

নোটঃ উক্ত যিকির আদায়ের সময় প্রতি ১০০ বার পর পর ইয়া রব্বি সলি-ওয়া সালিম দায়েমান আবাদা, আলা' হাবিবিকা খাইরিল খালক্বি কুল্লিহিমী, আল্লাহু শাফী, আল্লাহু মায়ী, পড়তে পারেন। দরূদ শরীফ অবশ্যই পড়বেন। এই আমল চলাকালীন অর্থের দিকে বিশেষ খিয়াল রাখবেন। আল্লাহ্ ছাড়া কেহ মাবুদ নাই, মাবুদ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সব শেষে ৫/৭ বার যে কোন দরূদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করবেন, আপন দোআয় আমাদের কথা খিয়াল রাখবেন। একনিষ্ঠ ভাবে এই সবক আদায় করতে পারলে অবশ্যই মজা পাবেন এবং চোখে পানি আসবে। এই আমল করার সময় বহু "হালত" সামনে আসবে, তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না করে নিম্ন ঠিকানায় পত্র মারফত বা সাক্ষাতে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন।

খানক্বায়ে হক্বানিয়া মাহমুদিয়া রমজানিয়া, জামে মসজিদ সড়ক, পোঃ- মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (পঃ বঃ) মোহাঃ আব্দুর রহমান রহমানী, রহমানিয়া লাইব্রেরী মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (পঃ বঃ)।